বাংলাদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ভূমিকা

মিলন আই, গমেজ
কো-অর্ডিনেটর, এসিসিএসবি

ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন কার্যক্রম বর্তমানে একটি সফল আন্দোলন হিসেবে সর্ব মহলে পরিচিত। এই ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন আমাদের দেশে একদিনে গড়ে উঠেনি। এর একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। বাংলাদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনের যেমন সফল ইতিহাস রয়েছে, তেমনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে রয়েছে ব্যর্থতা। কেননা এই আন্দোলন বাংলাদেশের কোথাও একবার শুরু হয়ে কিছুদিন চলার পর বিভিন্ন কারণে তা বন্ধ হয়ে গেছে। অন্যদিকে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পুনরায় শুরু হয়ে স্বার্থকভাবে তা পরিচালিত হচ্ছে। আবার কোন কোন অঞ্চলে একবার শুরু হয়েই তা সুন্দর এবং স্বার্থকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে কখন, কিভাবে শুরু হয়েছিল এবং এর পিছনে কার কি অবদান বা ভূমিকা রয়েছে, তা আমাদের অনেকের কাছে এখনো পর্যন্ত অজানা রয়েছে। তবে বিভিন্ন তথ্যসূত্র ও ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু এবং এর সম্প্রসারণের পিছনে বাংলাদেশ খ্রীষ্টমন্ডলীর প্রাণ-পুরুষ প্রথম আর্চবিশপ স্বর্গীয় লরেন্স লিও গ্রেনার, সিএসসি-সহ বহু নিবেদিত ফাদার, ব্রাদার এবং খ্রীষ্টভক্তের অবদান রয়েছে। এরমধ্যে বাংলাদেশের স্বর্গীয় প্রথম আর্চবিশপ স্বর্গীয় লরেন্স লিও গ্রেনার, সিএসসি-কে বাংলাদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনের স্বপ্নদ্রষ্ট্রা এবং স্বর্গীয় ফাদার চার্লস জে, ইয়াং, সিএসসি-কে প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়ে থাকে। এছাড়া বাংলাদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে যাদের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে তাঁরা হলেন- স্বর্গীয় ফাদার হেনরী পল ওবে, সিএসসি, স্বর্গীয় ফাদার আন্দ্রে পিকার্ড, সিএসসি, স্বর্গীয় ফাদার যোসেফ রিক, সিএসসি, স্বর্গীয় ফাদার রেমন্ড সুইটালস্কী, সিএসসি, স্বর্গীয় ফাদার গ্রেগরী স্টেগমায়ার, সিএসসি, স্বর্গীয় ফাদার লিউ জে, সালিভ্যান, সিএসসি এবং খ্রীষ্টভক্তদের মধ্যে রয়েছেন স্বর্গীয় নাইট ভিনসেন্ট রড্রিকস্, স্বর্গীয় যোসেফ দীনবন্ধু বাড়ৈ এবং স্বর্গীয় চিত্ত রঞ্জন হাওলাদারের মত অনেক গুণীজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন কখন ও কিভাবে শুরু হয়েছিল এবং বিভিন্ন অঞ্চলে কিভাবে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন সম্প্রসারিত হয়েছে, তা নিম্নে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো।

বাংলাদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন শুরুর প্রেক্ষাপট

বৃটিশ শাসনামলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের খ্রীষ্টান সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল, যা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন ব্যাপার। ঐ সময় খ্রীষ্টভক্তগণকে জীবন বাঁচানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কাবুলিওয়ালা, স্থানীয় মহাজন এবং সুদখোরদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিতে হতো। কিন্তু পারিবারিক আর্থিক অ-স্বচ্ছলতার কারণে উক্ত ঋণ পরিশোধ করা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিলো। এজন্য অনেক খ্রীষ্টান পরিবারকে তাদের জমাজমি এমনকি ভিটামাটি পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে হয়েছে। খ্রীষ্টভক্তদের এই করুণ অবস্থা থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধর্মপল্লীর তৎকালীন শ্রদ্ধেয় ফাদারগণ স্ব-উদ্যোগে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। যে সকল পন্থা গ্রহণ করেছিলেন তারমধ্যে স্ব-স্ব ধর্মপল্লীর অধীনস্ত সাধারণ খ্রীষ্টভক্তদের দিয়ে বিভিন্ন নাম দিয়ে ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠন করা ছিল একটি অন্যতম পন্থা। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, ক্রেডিট ইউনিয়নের কার্যক্রম শুরু করার সঠিক পদ্ধতি এবং কিভাবে শুরু করতে হবে, সেই ব্যাপারে খ্রীষ্টমন্ডলীর পক্ষ থেকে ঐ সময় পরিষ্কার কোন দিক-নির্দেশনা বা গাইড-লাইন দেওয়া হয়নি বলে সুষ্ঠু নিয়ম-কানুনের অভাবে ক্রেডিট ইউনিয়নের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হতে থাকে। এই অবস্থা বেশ কিছু দিন চলতে থাকে। এক সময় বিষয়টি তৎকালীন আর্চবিশপ স্বর্গীয় লরেন্স লিও, গ্রেনার, সিএসসি-এর দৃষ্টিগোচরে আসে। বিষয়টি নিয়ে যখন সর্বত্র আলোচনা চলছিল, তখন আর্চবিশপ স্বর্গীয় লরেন্স লিও, গ্রেনার, সিএসসি এর গুরুত্ব বুঝতে পারেন এবং ক্রেডিট ইউনিয়ন কাজে একজন আগ্রহী ব্যক্তিকে কানাডার কোডি ইনস্টিটিউট অব সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার ইউনিভারসিটিতে প্রশিক্ষণে পাঠানোর উদ্দেশ্যে খোঁজ করতে থাকেন। এমতাবস্থায় স্বর্গীয় ফাদার চার্লস জে, ইয়াং, সিএসসি তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করেন। স্বর্গীয় আর্চবিশপ লরেন্স লিও গ্রেনার, সিএসসি স্বর্গীয় ফাদার চার্লস জে,